67

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার সাত'শ' উত্তরপত্র বেহাত ॥ রহস্য অনুদঘাটিত

স্টাফ রিপোর্টার, *খুলনা অফিস*

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা '৯৫-এর ইংরেজী প্রথম পত্রের সাত শ' উত্তরপত্র বোর্ড থেকে বেহাত হয়ে যাওয়ার রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। সাড়ে তিন শ' উত্তরপত্রসহ দু'ব্যক্তিকে খুলনা থানা পুলিশ আটক করতে সক্ষম হলেও বাকি খাতাগুলোর হদিস আজও মেলেনি। অপরদিকে যে নামে উত্তরপত্রগুলো বোর্ড থেকে উত্তোলন করা হয়েছে ঐ নামে ভাভারিয়া সরকারী কলেজে কোন শিক্ষক নেই বলে জানা গেছে।

সাড়ে ৩শ' উত্তরপত্রের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকসহ যে দু'ব্যক্তিকে খুলনা থানা পুলিশ গ্রেফতার করে চার দিনের রিমান্ডে এনে তাদের ব্যাপাক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী দু'জনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খুলনা থানা পুলিশ সাতক্ষীরার দেবহাটা থানার গোবরাখালি গ্রামের জনৈক মুনসুরের বাড়ি এবং সদর থানায় অবস্থিত মুনসুরের শ্বশুর বাড়িসহ সাতক্ষীরায় কয়েকটি স্থানে অভিযান চালায়। গত সোম এবং মঙ্গলবার সাতক্ষীরায় অভিযান চালিয়ে বাকি খাতাগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জালিয়াতি চক্র সতর্কতার সাথে বাকি

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

যশোর বোর্ডের

(প্রথম পাতার পর)

খাতাগুলো নিয়ে অন্যত্র সটকে পড়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে। এদিকে গ্রেফতারকৃত দুই আসামীকে পুনরায় রিমান্ডে আনার জন্য আজ শুক্রবার সিএমএম-এর কাছে আবেদন জানানো হবে বলে জানা গেছে।

জালিয়াতির মাধ্যমে সাত শ' উত্তরপত্র বেহাত হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি অবহিত হওয়ার পর যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ খাতাগুলো উদ্ধার করে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। বুধবার বোর্ডের প্রতিনিধি খুলনা থানায় এসেছিলেন উদ্ধারকৃত সাড়ে ৩শ' খাতা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ ছাড়া উত্তরপত্রগুলো ফেরত দেয়া সম্ভব নয় বলে থানা কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিদের জানালে তাঁরা শূন্য হাতে ফিরে গেছেন। এদিকে চার দিনের রিমান্ডে এনে গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষক সাইদুর রহমান ও জনৈক মুজিবর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশের ধারণা জন্মেছে যে, খাতা কেলেঙ্কারির সঙ্গে 'রাঘব-বোয়াল'রা জড়িত থাকতে পারে।